বস্তির আত্ম কাহিনী

বিজ্ঞানভিক্ষু



বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

বস্তির আত্ম-কাহিনী

বিজ্ঞানভিক্ষু

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মে' ১৯৭৩

প্রকাশক : সত্যেন মৈত্র
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১।৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩১৫৯

মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন
৩৭ বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য : আশি পয়সা

ভূমিকা

বয়স্ক-শিক্ষায় বিজ্ঞানভিক্ষুর অবদান সারা ভারতে সুবিদিত। সদ্যসাক্ষর অথবা স্বল্পসাক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনায় তাঁর সমতুল্য লেখক নেই।

বিজ্ঞানভিক্ষু একাধারে সাধক, কর্মী ও লেখক। তিনি যাদের জন্য লেখেন, তাদের তিনি জানেন, ভাল বাসেন। তাদের কথাবার্তা প্রকাশভঙ্গী সবই তাঁর জানা। তাদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে তিনি কাজ করেছেন। তাদের চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পারেন। তাই তারা যা ভাবছে তা এত স্বচ্ছ ও সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন। লেখক ও পাঠকের মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যায়। এ এক দুর্লভ ক্ষমতা।

বিজ্ঞানভিক্ষুর শরীর অসুস্থ। তা সত্বেও তিনি আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বহুদিন যাবৎ বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের বয়স্কশিক্ষার প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও নানাভাবে এ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে এসেছেন। এবার 'নগরবাসীর লেখাপড়া'র পরবর্তী বই হিসাবে 'বস্‌তির আত্ম-কাহিনী' লিখে দিয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটি স্বল্প-শিক্ষিতদের জন্য রচনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

সত্যেন মৈত্র

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

লেখকের কথা

সমাজকর্মী স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সত্যেনের ফরমাসে আমার এই বই লেখা। আমার সুবিধে আমি এক বস্তিতে আছি প্রায় ৫০ বৎসর। বস্তি হতে দেখেছি কারখানার খিড়কিতে, আর তার সংস্কারও দেখছি আজ। বস্তি উন্নতির প্রথম করণীয় হোল, বড় রাস্তা করে দেওয়া। দ্বিতীয় হোল, সরকারি কল পাইখানা সংখ্যায় বেশী করা, আব্রুর ব্যবস্থা করা। আর এদের পরিস্কার রাখবার ভার বস্তিবাসীর উপর না থাকাই উচিত। সে দায়বোধ আমাদের ইতর ভদ্র প্রায় কারুরই নেই। সরকারী ব্যবস্থায় সদাই পরিস্কার রাখা একমাত্র উপায়। বস্তি পরিস্কার দুবেলা হওয়া উচিত। তৃতীয় হোল, খোলা নর্দমা বুজিয়ে মাটির তলায় করা। আর যেখানে সেটা সম্ভব নয় সেখানে পাকা নর্দমার ব্যবস্থা করা। চতুর্থ, আলোর ভাল ব্যবস্থা করা। পঞ্চম, এমন একটা সরকারি ঘর করে দেওয়া যেখানে বারোয়ারী পূজাদি হতে পারবে। অন্য সময় ছেলেদের গান বাজনা আলোচনা সভাদি চলতে পারবে। ষষ্ঠ, ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের জন্য লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা। পাঠশালা খোলা। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, পরিবারমঙ্গল পরিকল্পনা ইত্যাদি, সম্পর্কে সহজ ও চিত্তাকর্ষক সামাজিক শিক্ষা দেওয়া। সপ্তম, হাতের ও অন্যান্য কাজের ট্রেনিং দেওয়া ও বস্তিবাসীর উপার্জনের ও বাড়তি উপায়ের পথ খুলে দেওয়া। এইগুলি হোল, বস্তির উন্নতির প্রথম দফা।

বিজ্ঞানভিক্ষু

বস্তির আত্ম-কাহিনী

সেকালের কথা।

মোগোল বাদশা গেলো।
ইংরেজ দেশের রাজা হোলো।
তারা রাজধানী গড়েছিলো গোড়ায়,
এই কোলকাতায়।
গঙ্গার ধারে ধারে,
নগর বেড়ে চললো এপারে ওপারে।
লম্বায় বাড়ে যত,
কিন্ত আড়ে বাড়ে না তত।
কারণ হোলো, এর পূবে
নোনা জলের এক জলা মস্ত।
এখানে অঢেল মাছ জন্মায়।
চিংড়ী, কাঁকড়া, ভেটকি
আর নাম করব কত?
এই বাদাই গরীবের মাছ যোগায়।
ইংরেজ হোলো জাত বেণে।
তারা থাকত আরামে,
সাজানো বাগানে,
গড়ের মাঠের সামনে।
ইংরেজ যেন মধ্য-মণি
থাকে শহরের মাঝখানে।

আর বাঙালীপাড়া তার
গড়ে উঠলো উত্তর আর দক্ষিণে।

(২)

ইংরেজ বেঁধেছিলো গঙ্গার বুকে
তাদের জাহাজ ভেড়বার এক নীড়।
তাই এখানে লেগে থাকতো
দেশ বিদেশের জাহজের ভিড়।



এই বন্দরে বহুলোক
আসতো কাজের আশায়।
তখন কিন্তু কেউই
ফিরে যেতো না হতাশায়।
এই বন্দরের চাহিদা মেটাতে
এখানে সেখানে বাঙালী পাড়ায়
কালে গড়ে উঠলো নানা
কল-কারখানা।

কোনো কলে ভাঙে ময়দা।
কোনো কলে ভাঙে তেল।
তবে খাঁটি পাওয়া দায়,
সবই মিশেল।
এই সব ছোটো খাটো
কল-কারখানায়।
লোকে এলেই কাজ পায়।
যে খেটে খেতে চায়,
সে এলেই হেথায়,
মরতো না ক্ষুধায়।

(৩)

কাজের আশায়, যারাই আসে,
তারা সবাই গরিব বেকার।



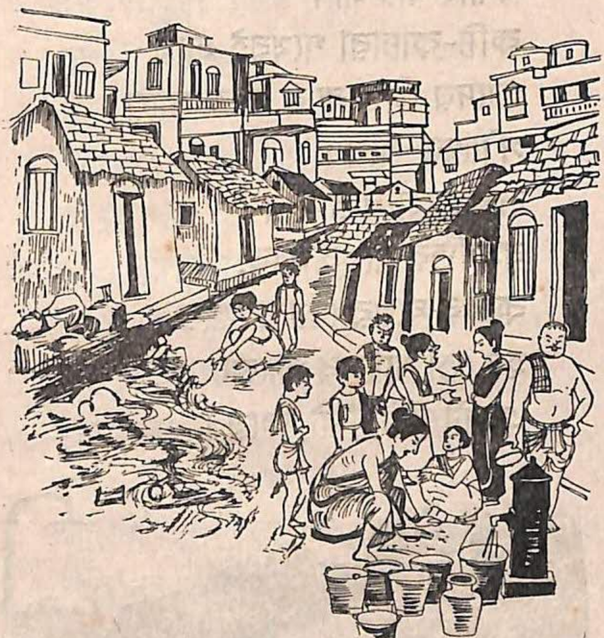
তাদের থাকবার,
মেটে ঘর উঠলো দেদার।
জমীদারের পোড়ো জমিতে,
কারখানার পাশে।

কারখানায় যারা খেটে খায়,
তার কাছেই সবাই বাসা বাঁধতে চায়,
কলের ভোঁ বাজলেই ঢুকতে পাবার আশে
নানা দেশবাসী
তায় নানা জাতি,
নিয়ে গড়ে উঠলো ঘন বসতি।
বস্তিবাসী, কেউ পর নয়,
আবার কেউ আপনও নয়।
দু-বেলা সুখে দুখে
তাদের সাথে নিত্য দেখা হয়।
ঠাসাঠাসি বাস।
তাইতে রইলো না
সমাজের কোন রাস।

(৪)

একটা কোথাও
সরকারি জলের কল।
শতখানেক লোকের
বোধ হয় যোগায় জল।
তারই পাশ দিয়ে।
বস্তির বুক চিরে বয়ে চলে
ময়লা জল-নিকাশ ড্রেন,
খোলা আর কাঁচা
মাঝে মাঝে যায় বুজে।

তার নিচে পাঁক পচা
আর উপরে ভাসে মল।
অনেক কলতলা হয় নরক বিশেষ।



আব্রুর বালাই নেই কলতলায়।
কলতলার সেবা সকলেই করে আশা
কিন্তু কেউ স্বীকার করে না
কলতলা পরিষ্কার রাখবার দায়।
এই কারণে বস্তিতে সহজেই
বহু রোগই ছড়াতে পায়।
খুব জোর গোটা দুই
খাটা-পায়খানা।

তাও রোজ সাফ হয় না।
পথের কথা, আর বোলো না।
সে তো দু হাতের বেশী চওড়া
করাই যায় না।
কচি-কাচারা পথেরই ধারে
তাদের নিত্যকার কাজ সারে।
সাঁজের পরে।
লম্প জ্বলে ঘরে ঘরে
বস্‌তির পথের ধারে,
কারুর ঘরের দেয়ার 'পরে,
হয় তো গ্যাসের আলো
একটা মিট্‌ মিট্‌ করে।



তাতে বস্‌তির আঁধার
যেন আরো বাড়িয়ে তোলে।
কোনই ফল হয় না লোকের কাছে,
বস্‌তির দুর্দশার কথা বোলে।

(৫)

যখন ইংরেজ তার রাজধানী
তুলে নিয়ে গেল দিল্লীতে।
বস্তিগুলো কিন্তু গেল না
তাদের সাথে।
কারণ হোলো—
কোলকাতার কাছেই রাণীগঞ্জে
পাওয়া যায় ভাল পাথুরে কয়লা।
আর গঙ্গার জলের তো
ভাবনাই নেই।
এই দুয়ের মিলনেই
চলে দিন রাত কল-কারখানা।
শন পাট আর মেস্তা,
বাংলাদেশে খুবই সস্তা।
শত খানেক পাটকল, কালে
গড়ে উঠলো গঙ্গার দুই কূলে।
বাংলার চাষী রোদে পুড়ে,
জলে ভিজে, পাটকলে পাট যোগায়
আর মরে ভুগে ম্যালেরিয়ায়।
লাভের বড় শরিক হোলো
পাট কলের বিদেশী মালিক।
গাঁয়ের পাটের ফোড়ে
আর গঞ্জের আড়তদার
হোলো লাটের ছোট শরিকদার।

চাকুরে বাঙালীর চাকুরী
আর রইল না কোন ভাবনা।
যেমন-তেমন চাকুরী ঘি-ভাত,
হয়ে গেল রটনা।
তাই দেশ-বিদেশের নানা লোকের
এ দেশেতে বাড়লো আনাগোনা।



যতই কল-কারখানা বাড়ে,
ততই তাদের আশে পাশে,
লোকে নূতন নূতন বস্‌তি গড়ে।
তাই কালে কোলকাতা
হয়ে উঠলো মানুষের বন।
এখানে ছুটে আসে
যত রাজ্যের বেকার নির্ধন।
কথায় বলে,
যার নেই পুঁজিপাটা।
সে যায় বেলেঘাটা।

এত বস্‌তি আর ছিল না কোথাও
সেকালে।

আর অপরাধী
যারা সমাজবিরোধী
সমাজের চোখে যারা
করেছে অপরাধ।
তারা মেটাতে আপন সাধ
ছুটে আসে এই মানুষের বনে।
আর হারিয়ে যায় এই
বিশাল নগরীর এক কোণে।
এখানে সবাই স্বাধীন,
সবাই প্রধান।
এখানে যারা কিছু লুকোতে চায়।
অনায়াসেই তারা আশ্রয় পায়।
তাই বস্‌তিতে
দেবতা, মানুষ আর অসুর,
গরু ছাগোল আর কুকুর,
সব এক সাথে করে বাস।
দেবতার করুণা
মানুষের মমতা
আর দানবের পীড়ন।
বস্‌তিতেই দেখা যায়—
তাদের মহামিলন।

(৬)

আমার এই বস্‌তিটার নাম
হোলো এঁদো পুকুর পাড়া।
এর পেটটা জালার মত
আর তিনটে সরু মুখ।
যেতে আসতে
নাই কোনই সুখ।
এরা গিয়ে মিশেছে তিন কোণে
পুব, পশ্চিম আর দখিণে
তিনটি রাজ পথে।
বস্‌তিতে সরকারি কল
আসে নি গোড়ায়।
খাবার জল আনে লোকে,
বড় রাস্তার কল থেকে।
আর বাকি জলের চাহিদা
আমার এঁদো পুকুরই মেটায়।



যেমনি নাম, তেমনি ধাম।
বাস করেও লোক সেই রকম।

স্বভাবে নরম আর গরম।
আমার এই এঁদো পুকুর,
আশ্রয় দেয় সবাইকে,
মানুষ গরু আর নেড়ী কুকুর।

(৭)

আমার এই বস্‌তির উত্তরে,
কাটা খালের ধারে
গড়ে উঠেছিলো এক
বিস্কুটের কারখানা।
তখন তা বিলেত থেকে আসতো
সাধারণত সাহেব বিবিতে খেতো
তখনও বিস্কুট হয় নি, এত রকমারি।
এমন সময় করল তা এক
বাঙালী কারবারি।
তাইতে ভাল মন্দ কত লোকের
হোতো যে আনাগোনা
তার নাই ঠিকানা।

(৮)

আমার এই বস্‌তির কাছে কাছে,
আরও বহু কারখানা আছে।

এই সব কারখানায়
কাজের আশায়
বহুলোক এসে বাসা বেঁধেছে
আমার এই এঁদো পুকুর পাড়ায়।
আমার পাড়ার গয়লা
তার গরু মোষ মেলা।
তার মুতুড়ি যায় নর্দমায়
তাই গন্ধে টেঁকা দায়।



কিন্তু গোবর পড়তে পায় না।
বস্‌তিতে এক ঘুলে বুড়ী
ছেলে পিলে নিয়ে করে বাস।
সে ঘুঁটে দেয় বারো মাস।
বাড়ীটার পোড়ো বাড়াটার গায়।
ঘুঁটে বেচে যা সে পায়।
তাতেই সকলের কুলিয়ে যায়।
সকলেরই কয়লার উনুন ধরাতে
চাই কাঠ আর ঘুঁটে।
বস্‌তির আর একজন
টুকরো কাঠ আনে জোগাড় কোরে।

তাকে চিলিয়ে বেচে ঘরে ঘরে।
তাতেই তারও মাগ ছেলের
ভাত কাপড় জুটে।
সেকালে অকেজো লেখা পড়া
হয় নি এতো শেখা।
তাইতে বেকার বাবু এতো
মিলতো না দেখা।
তখন সকলেই খেটে খেতো।
গতরে হয় নি কাবু এতো।
এখন সকলেই অফিসের চাকুরী চায়।
যেখানে সহজেই ফাঁকি দেওয়া যায়।

(৯)

বছরে শুকনো সময়
বস্তির পথ তত দুর্গম নয়।
বর্ষা পড়লে, কতক গোবর
ভেসে গিয়ে পড়ে খোলা ড্রেনে।
তাতেই ড্রেন ভরাট হোয়ে,
বর্ষার জল বেরুবার
পথ না পেয়ে,
রাস্তার উপরে থৈ থৈ করে।
বেশী জল হোলে,
পুকুর ভেসে উঠে।

সারা বস্‌তি জলে ভেসে
হয় একাকার।
তখন খাটা পাইখানার
মল ভর্তি গামলা
ভাসতে ভাসতে
ঘুলঘুলি থেকে আসে বেরিয়ে।



আর হেলতে দুলতে চলে
রাস্তার জলে।
কখনো বা দাঁড়ায় গিয়ে,
পোড়ো বাড়ীটার জানালার তলে।
এত কষ্টেও কেন মানুষে
এখানে ছুটে আসে?
খোলা মেলা পাড়া গাঁ
হয়েছে সেখানেও
মানুষের ভিড়।
দিনে দিনে লোক বাড়ে,
জমি বাড়ে কই?

জমি ত আছে সেই।
গোদের উপর বিষফোড়া,
তায় কাজ জোটে না হামেশাই।
লোকের পেট কাঁদে তাই।
পেটের জ্বালায় লোকে
পালিয়ে আসে এই
মানুষের বনেই।
কাজ পায় এখানে এলেই।
গাঁয়ে অসুবিধা অনেক।
গাঁয়ের দোকানে মাল
দামে বেশী, নেই কালাকাল,
ওজনে কম আর সবটাই ভেজাল।
এখানে চোলে এলে,
গাঁয়ের চেয়েও সস্তায়
সব কিছুই মেলে।

(১০)

আর এক আপদ আছে।
পাড়া গাঁয়ের হিংসুটে সমাজ
ভাত দেবার ভাতার নয়
কিন্তু নাক কাটবার গোঁসাই।
পরের হাঁড়ির খবর নিয়ে
পল্লী সমাজ বড়ই মাথা ঘামায়।

গাঁয়ের গেজেট
ডাক সাইটে পিসীর কৃপায়।
ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়,
এরাই সকল গাঁয়েই
সহজকে বাড়াবাড়ি কোরতে
এদের জুড়ী নেই।
ফলে ঘাটে মাঠে
কানাকানি আর হাসাহাসির
অন্ত থাকে না।
সরল গাঁয়ের লোকে
বাঁকা কথার জন্যে
পালিয়ে আসে এই
কোলকাতার জনারণ্যে।

(১১)

এখানে ছোট সমাজ নেই
নেইকো তার কোনো চোখ কান
এখানে নেইকো কোনো শাসন।
এখানে সবাই সমান।
আমার এই বস্‌তিতে,
যে অপরাধীরাই আসে;
তাদের মধ্যে বামুন চাড়াল
ইতর ভদ্র কোনোই ভেদাভেদ নেই।

সমাজের আইন ভাঙে যারা,
তাদের আমরা কোলে দি ঠাঁই।
আমি নিত্যই ভাবি তাই
এদের দোষ কোথায় ?
নানা মত, নানা জনের,
কেউ বলে অদৃষ্টের ফের।
আবার কেউ বলে
দেবতার লীলা খেলা।
স্থখের ঘরেও তাই,
নানা অস্থখের আনাগোনা
চোখে পড়ে হামেশাই।
বড় লোকের বড় স্থখটাই
পড়ে নজরে।
কে খোঁজ পায় ?
তাদের যে কতো
দুঃখ অন্দরে।
যতো হাসি ততো কান্না।
বলে গেছে রাম শর্মা।

(১২)

আপদের পালিয়ে আসা এই
অপরাধীদের ঘরেই
কতো শান্তি, কতো তৃপ্তি
কতো স্থখ বাস করে।

তা দেখে আবার
অসুখী লোকে জ্বলে মরে।
মানুষের স্বভাব হোলো
আপনি বাঁচলে বাপের নাম,
তাইতো দেখি
বহু লোকের অন্ন জোটে না
পায়ে ফেলেও মাথার ঘাম।
আমি ভাবি খালি কি
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা ?
এ সব কথা
আমাদের মন-গড়া নয় কি ?
পুরুষ নারীর মিলন
এতো বিধিরই লিখন।
এই যে লোকে বলে
জন্ম মৃত্যু বিয়ে
তিন, বিধাতা নিয়ে।
এ কি কেবল কথার কথা ?
নানা দেশে, নানা সমাজে
রকমারি অপরাধী দেখা দেয়।
এ কি কেবল মানুষেরই দোষ ?
এ কি সমাজের দোষে নয় ?

(১৩)

হৃদয় হারিয়ে
মাথা খেলিয়ে
গোটা কতক লোকে
সমাজে কতো সুখ ভোগে।
সরল মানুষকে ঠকানো যায়।
ভগবানের চোখ কান
এড়ানো যায় কি ?
এরাও একই সমাজের মানুষ
ভুলে যাই।
সমাজ নিত্য টলমল
করে তাই।

(১৪)

আমি দেখেছি ভদ্র পাড়ায়
পাকা বাড়ীতে থাকেন বাবু।
স্বভাবে অতি নম্র
দেখতে পিতলের কাটারি
বাইরে চক্‌চক্ করে।
সুন্দরী বধূ ঘরে।
এদিকে নিত্য
কুলটা নারীর বাড়ী
যাতায়াত করে।

আমি দেখেছি বারবার,
একই অপরাধে সবল পায় পার
আর দুর্বলের উপর, শাসন নামে, অত্যাচার।
লাঞ্ছিত, পীড়িত, এই সব জনেরা,
সভ্য সমাজে ঠাঁই পায়ে নি যারা।
আমার আঁচল তলে,
পালিয়ে এসে বেঁচেছে তারা।

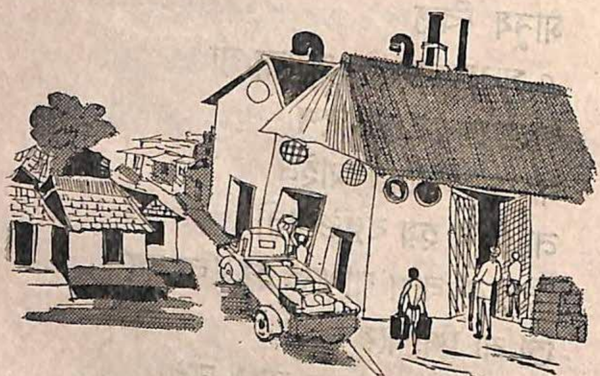
(১৫)

ঐ একই কথা সব ঠাঁই।
বড় ঘর নেই, ছোট ঘর নেই।
আমরা মনে পুষে রাখি
বহু সাধ, বহু বাসনা।
তারা সুযোগ পেলেই
বাইরে এসে দেয় হানা।
বাইরেই যত ঘষামাজা আমাদের।
বাধা পেলেই বাসনা পূরণের,
কেন আমরা ক্ষেপে উঠি,
হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলি?
আমাদের ভোগমুখী মন
বাইরেই চরে বেড়ায়।
নিজের অন্তর দেখবার
অবসর কোথায়?

সেখানে তার ছ'টা রিপু
তাকে সদাই
কানে ধরে ওঠায় বসায়।
যেখানেই পাবে নর আর নারী।
সেখানেই পাবে ব্যভিচারী।
সমাজ তার মন-গড়া চোখে
দেখে এ ব্যভিচার।
আর মানুষের করে বিচার।
যার গড়া এই নর আর নারী,
সেই প্রকৃতি তা মানে না।
মানুষ কিন্তু
এ সরল কথাটা বোঝে না।
অন্তরের রিপুর বশে
মানুষ সমাজের আইন
না মেনে হয় ব্যভিচারী।
রিপুকে বশে রাখতে হয় কি করে
তা না শিখিয়ে
ভব্য সমাজ তাদের রাখে দূরে।
ভাত কাপড় আর একটুকু বাসা
মানুষ কি করতে পারে না এইটুকু আশা ?
এই মানুষ যে মন্দ হয়
তা কি সমাজের দোষে নয় ?

(১৬)

এই বারে কই
আমার কোলের
ঐ ছোট লোকের
দুটো ব্যথার কথা।
যাদের জন্য নেই
সমাজের কারুরই মাথাব্যথা।
আমারই বস্তির গা ঘেঁসে
বেশ বড় এক কারখানা।



বাঙালী ধনী তার মালিক,
বহুভব্য লোকের আনাগোনা।
বাইরের ঘষামাজায় আসল রূপ
তার যায় না জানা।
বুড়ো হলেও, বয়সের দোষ
যায় নি তার।

মদ খাওয়ায়
তার জুড়ী মেলা ভার।
আমার বস্তিই নিত্য
তাকে যোগায় নারী।
সে এমনি ব্যভিচারী।
তবুও তার আদরের অভাব হয় না ?
অর্থের অভিমানে
সে সমাজের বাঁধন মানে না।
কথায় বলে,
যে যেমন লোকের অন্ন খায়
তেমনি স্বভাব হয়।
অসাধুর অন্ন খেলে
সাধুরও মতিভ্রম হয়।
অহংকারীর অন্ন বাড়ায় অহংকার।
ব্যভিচারীর অন্নে জাগে ব্যভিচার।
একেই অন্নদুষ্টি বলে।
যা হয়েছিল যুবা দরওয়ানের ঐ কলে।

(১৭)

দেশ পশ্চিমে, জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কাজ শেষে নিত্য সে
সুর করে পড়ে
তুলসীদাসী রামায়ণ।

হঠাৎ সাঁঝের আঁধারে
একদিন দেখা গেল,
রাজুকে সে বাসায় নিয়ে এলো।
জাতিতে কুরমি, বয়সে তরুণী।
তারই গাঁয়ের এক বন্ধুর ঘরণী।



সে কালে ছিল, এখনও আছে,
বড় মানের চাকুরী—
কলের দরওয়ানি।
দেরী হলে দরওয়ান পথ আটকায়।
তাই লোকে কামাইয়ের ভয়,
ঢোকবার মুখে হাতে কিছু গুঁজে দেয়।
মাইনে ভাল, তায় নিত্য উপুরি
দোষের কিছু নয়, এ তো পান সুপুরি।
তাই রাজু লোভে পড়ে
গরীব কুলি স্বামীর ঘর ছাড়ে।

(১৮)

যে সমাজে টাকার মান,
সে সমাজে সাধুর হবেই অপমান।
সে সমাজে সতী মরে ক্ষুধায়।
নটী শিল্পকলার নামে
রাজ সম্মান পায়।
দীন নীরব কর্মীর ঠাঁই,
কোথাও হয় না একালে।
কাজ না করলেও,
কথার তুবড়ি ছাড়তে পারলে
সকলেই ভোলে।
আর টাকার অভাব এদের
হয় না কোন কালে।
এ রকম তামাশা
যেমন তখন, তেমনি এখনো হামেশা
দেখা যায় বস্‌তিতে বা প্রাসাদে।

(১৯)

রাজুর স্বামী ছিল।
দূরের এক পাট কলের দিন মজুর।
বউকে সুখী করতে
তার ছিল না কোন কসুর।
তবু রাজুর লোভ হোলো
সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণের ঘরনী হবার।

এটা কালের গুণে নয়,
প্রাচীনকালেও জন বিরল জনপদে
এরূপ ঘটনা ঘটতো পদে পদে।

(২০)

চাকরে মনিবে মিল হলেও গোড়ায়,
মেলে না শেষটায়।
মনিবের ইতরমি স্বভাবে।
আর চাকরের ইতরমি ঘরনীর অভাবে।
ধনী মনিব রাতে কলাপাতে খেতো।
আর এঁটো কলাপাত নিত্য
আমার পাঁশগাদায় ফেলে দিতো।
গরীব ব্রাহ্মণ তা করেনি।
রাজু ছিলো তার আদরের ঘরনী
সে ছিল না তার বিলাস সঙ্গিনী
তাই সে ফেলে দেয় নি
এঁটো পাতার মত পাঁশগাদায়।
যতদিন ব্রাহ্মণ বেঁচেছিলো,
আপন ঘরনীর মতই
তাকে যতনে রেখেছিলো।
আপন লোকের হাজার ডাকে
দেশে ফিরে যায় নি কোনো ফাঁকে।
আপন লোক ডাকতো যারা
বিফল হয়ে ফিরতো তারা।

লোককে বোলতে শুনেছি,
'এক জনের ইমান মেরেছি।
আর বেইমানি করবো না।
আমরণ ওকে ছেড়ে যাবো না।
তাতে নরকে যেতে হয়
তাও রাজি।
ওকে পথে বসিয়ে
দেশে পালিয়ে,
সাধু সাজতে গররাজি।'

(২১)

ব্রাহ্মণ মরবার পরে
মেয়ের ঝি হোয়ে আসে
রাজু লেখকের সংসারে।
তখন ঐ এঁদো পুকুর বুজেছে।
নূতন দশ হাত চওড়া রাস্তা
গিয়ে মিশেছে বড় রাজপথে।
আর নূতন তেতলা বাড়ী
উঠেছে অনেকগুলো তাড়াতাড়ি।
তখনও পূবে খানিকটা বস্‌তি
থেকে গেছে আজকের মতই।
বড় বড় বাড়ীতে উঠেছেন
সভ্য ভব্য বাবুরা।

কেউ বা ভাড়াটে
কেউ বা বাড়ী কিনেছেন।
কেউ নূতন উকিল, কেউ ব্যাপারী,
কেউ ডাক্তার, কেউ করেন চাকুরী।
এঁদেরও ঘরে ঐ একই কথা।
বলবো পরে।
আগে বলেনি
রাজুর মুখে শোনা বস্‌তির ব্যথা।
যার সুখ দুঃখের কিছু কথা
আমার ছোট্ কাহিনীতে
হয়ে থাক গাঁথা।

(২২)

রাজু বোলতো,
বস্তির এঁদো পুকুর
ছিলো যেন একটা কসাইখানা।
কতো পাপের চিহ্ন পোঁতা আছে
তার নাইকো ঠিকানা।
আমাদের কারখানার
ভব্য মালিক
মাতাল হোয়ে, সন্ধ্যার পরে
ছাদে নিত্য পায়চারী করে।
একদিন মাঝ রাতে

লোকে শুনলো সভয়ে
কাউকে গোঙ্গাতে।



পরের দিন সকালে
অবাক হোয়ে দেখে সকলে
বাবুর মড়া মুখ গুঁজড়ে
পোড়ে আছে
কারখানার গলি পথে।

(২৩)

পোড়ে গেলো সকাল থেকেই
খুব হৈ চৈ।
কারখানা বন্ধ।
নানা লোকের নানা সন্ধ।

পুলিশ এলো সদলে।
বহু পুছাপুছির পর
বাবুর লাস গেলো হাসপাতালে।
চেরাই ফাঁড়াই কোরে
পেট ভর্তি মদ পাওয়া গেলো।
ডাক্তারি রিপোর্টে তাই
বাড়ীর লোকেরা রেহাই পেলো।
লোকে কানাঘুষো করে,
বাড়ীরই কেউ ফেলে দিয়েছিলো
বাবুকে মেরে।
পুলিশেরও কিছু লাভ হোলো।
তাদের রিপোর্টে ছিলো,
বাবু মাতাল হোয়ে
নিত্য দিনের মত পায়চারী কালে
পোড়ে মরেছেন পা পিছ্‌লে।

(২৪)

এই বীভৎস কাণ্ডের পরে
কারখানা আর চল্‌লো না
বহু চেষ্টাও কোরে।
লক্ষ্মী আসেন বহু সাধনায়।
তাঁকে রাখতে গেলে
নিত্য সাধনা চাই।

তা নইলে
লক্ষ্মী করেন পালাই পালাই।
চলেও যান শেষ কালটায়
ধনীর বেল্লেলপানায়।

(২৫)

কারখানা উঠে গেলো।
দারওয়ানও বেকার হোলো।
তার উপর রাজু
রোগে মরমর হোলো।
উদার ব্রাহ্মণ
মান অপমান
তার কাছে সমান।
ছোট জাত রাজুর
ব্রাহ্মণ গু-মুতও
পরিষ্কার করলো।
তার অপূর্ব সেবা দেখে
সকলেই অবাক হোলো।
ভাগ্যের লিখন
না যায় খণ্ডন।
রাজু বিছানা থেকে উঠলো,
ব্রাহ্মণ রোগে বিছানা নিলো।
রাজু মুখ বুজে সেবা করে।

এটা নেই, সেটা নেই,
নিত্য অভাবের সংসারে।
ঘটি বাটি সব গেলো।
অনেক ভুগে আর ভুগিয়ে
ব্রাহ্মণ কিন্তু মুক্তি পেলো।

(২৬)

বোঝা নাহি যায়
দেবতার লীলা, গোড়ায়।
ফলেনা গাছ অকালে।
ফলে, সময় হোলে।
আমি লিখতে বসেছি
এদেরই কথা।
এদের যে কতো ব্যথা
কতো আশা
কতো কাঁদা আর হাসা
কতো ভালোবাসা।
সইতে হয়
কতো বাক্যবাণ,
চোখা চোখা
তার নেই লেখা জোখা।

(২৭)

আর এক জনের কথা বলি
পশ্চিমা, কোমর বাঁকা, বয়সে আধবুড়ো,
বাজারে ফল বেচে খায়।

একা থাকে, নাই কোন দায়।
দেশ ভুলেছে, জাত ভুলেছে।
দেশ থেকে কবে এসেছে
তার নাই মনে।
তার ইচ্ছে হোলো
আনতে এক কনে।
এক দিন এল নিয়ে
এদেশী এক ভিখিরী মেয়ে।
খেয়ে বেড়ায় সে চেয়ে চেয়ে।



চুল তার কাগের বাসা
তাই কিন্তু বুড়োর
মনে লাগলো খাসা।
মূলোর মত দাঁত তার।
রাতে দেখলে হঠাৎ
মানুষ ভয় পায়।

আর কোঁদলে তার
জুড়ী মেলা ভার।

(২৮)

মূলো দাঁত আর বাঁকা কোমর
দুজনায় করলো ঘর বড় জোর।
কালে ক'টি ছেলে মেয়েও হোলো।
তারপর বুড়ো
একদিন পটল তুললো।
এখনও বেঁচে আছে মূলো দাঁত।
তার দেশ কোথায়, বা কি জাত
কারুর নেই মাথা ব্যথা।
এই সুখ নগরী বিনা
লোকে আর পাবে কোথা ?
তাই তো এখানে এতো ভিড়।
সকলেই এসে বাঁধতে চায় নীড়।
এখন মূলো দাঁত
গণ্য মান্য বস্‌তি বাসী।
তারও সংসারে
লেগে আছে কান্না আর হাসি।
এক ঘর ছেলে মেয়ে
জন জামাই।
নিবেছে তার মনের তাত।

বুড়ো কোরে গিয়েছিলো
ক'খানা মেটে ঘর।
তারই ভাড়ায় পড়ে থান কতক পাত।



(২৯)

আর এক নারীর কথা কয়ে
এদের কথা করবো শেষ।
দক্ষিণে হোলো তার দেশ।
একটি লোক তাকে নিয়ে এলো
যখন তার বয়স বছর বারো।
লোকটি এসে উঠলো এইখানে
যেখানে কেউ খোঁজ রাখে না কারো।

মেয়েটির নাম লক্ষ্মী,
এক বামুণ বাড়ী
তার জুটলো ঝি-গিরি।
লোকটি করে ঘরামিগিরি,
কখনো করে আলু কাবলি ফিরি।
দুজনেই বুঝে চলে।
লক্ষ্মী, কিছু হাতে জমলে,
লেখকের বাড়ীর ঠিক সামনেই
খালি এক ফালি জমিতেই
করলো সে খান কতক ঘর,
আর কোণে এক খাটা পাইখানা।
ঠিক তার সামনেই
লেখকের বৈঠকখানা।



কতদিন বর্ষাকালে
সারা বস্তি ভেসে উঠলে জলে,

মল ভরতি গামলা
ভেসে ভেসে এসে
লেগেছে জানলার পাশে।

(৩০)

রাজু থাকতো এরই এক ঘরে
ভাড়া করে।
আর খাটতো লেখকের সংসারে।
লক্ষ্মীর আর রাজুর
স্বভাবে কোথাও ছিল না মিল।
রাজুর ছিলো বড়ই হিংসা
আর লক্ষ্মীর ছিলো খোলা দিল্।
রাজু এসেছিলো ভোগের লোভে।
তাই এদান্তি মরতো ক্ষোভে।
আর লক্ষ্মী বেসেছিল ভালো,
তাই তার অন্তরটা
হয়েছিলো আলোয় আলো।
ঠিক ঠিক ভালবাসলে
মানুষ সব কিছু
ত্যাগ করতে পারে অবহেলে।
কাঁদা আর হাসা
দুই মিলে হয় ভালবাসা।
ভালবাসা মানুষকে করে
মহৎ, উদার, ঝরঝরে।

(৩১)

লক্ষ্মী করতো
বছরের শেষে অন্নপূর্ণা পূজা।
নিজের ছেলে ছিলো না বলেই
বস্তির ছেলে পিলে সকলকেই
করতো নিমন্ত্রণ।
তাদের খাওয়ার
করতো ভাল আয়োজন।
কোনো কামনাই ছিল না তার,
তাই পূজায় তার মন হোলো
আরও পরিষ্কার।
হঠাৎ একদিন সে বলে ঘরামিকে
'ওরে, বিয়ে করতে হবে তোকে।
আমায় বার করে নিয়ে এসে
ইহকাল তো গেছেই।
তুই মোলে আমার হাতের
জল পিণ্ডী তো চলবে না।
কেন পরকালও খোয়াবি
আমায় ভালবেসে?'
সে কিছুতেই রাজি হয় না
এ পাপ কাজে।
বলে 'তুই আজকাল
কেন এত বকিস্ বাজে?'

কিন্তু তার কথা মানতেই হোলো।
লক্ষ্মী তার পুরুষের বিয়ে দিলো।
কিন্তু বিষময় ফল হোলো।

(৩২)

যাকে নিয়ে এলো বউ কোরে,
সে আলাদা রাঁধে খায়।
আপন জাত বাঁচায়।
খায় কিন্তু অজাতের পয়সায়।
তাতে দোষ কিছু নাহি পায়।
পুরুষ দেখে,
অজানা পরকালের আশায়
ইহকালের সুখও বুঝি যায়।
সে ভেবে ভেবে হোলো সারা।
শেষে হোয়ে মনমরা
বাঁচলো মেরে বেচারা।
বউ রইলো না লক্ষ্মীর সাথে।
বাপের বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মীর কাছে।
নিত্য হাত পাতে।
লক্ষ্মীও টাকা দেয় মাসে মাসে।
দেখেছি মানুষ হয় গুণে দোষে।
কিন্তু লক্ষ্মীর দোষ
চোখেই পড়তো না।
এমনই ছিলো সে গুণের মেয়ে।

কিন্তু ভালো কাজেরো
মন্দ ফল ফলে
গোড়ায় গলদ হোলে।
বছর পাঁচেক পরে
লক্ষ্মীও গেল পরপারে।

(৩৩)

লক্ষ্মীর মত মানুষের কথা।
যারা অন্তরে হোয়েও খাঁটি
পেয়ে গেলো কত ব্যথা।
পশ্চিমা বামুণেরও হয়েছিলো তাই।
সমাজে এরা পায় নি আদরের ঠাঁই।
মন ভাবে যা
মুখ যদি বলে তা
আর কাজেও দেহ করে তাই।
মন, মুখ আর কাজে
যেথা এক সাথে চলে,
তাকেই তো সততা বলে।
যেখানে সততা
সেখানেই তো সত্যের হয় আবির্ভাব।
পাবার কিছু না রেখে আশা
যে বেসেছে ভালো।
তার হৃদয় ত হয়ে আছে
নিত্যই আলোয় আলো।

ভূতলে তার না হলেও ঠাই,
প্রেমের বৈকুণ্ঠে সে পাবে তা নিশ্চয়ই।
আমি ভাবি নিত্য এই কথাই।
যে বুঝেছে, সে মজেছে।
যে বোঝেনি সে আছে ভালো।
আধ বুঝন্তির পরাণটা গেলো।
আর ভুল বিচার করে
শাসন করতে গিয়ে
পরের পরাণটাও খেলো।

(৩৪)

বাস্তু ভিটের মাটির
দোষ গুণ আছে।
এ কথা একেবারে নয় বাজে।
পাপ পুকুর বুজিয়ে
উঠলো তেতলা বাড়ী
যে গুলো খাড়া হোয়ে,



সেগুলো যারা কিনে বাস করলো
তারা কেউই হয় নি সুখী।

যারা পরে বাড়ী বেচে পালালো
দেখেছি তারাই শেষে বাঁচলো।
কোনো বাড়ী হলো
পাগলা গারদের বাড়া।
কোনো বাড়ী হোলো
একেবারেই ছন্নছাড়া।
কোনো বাড়ীতে মূর্খের হাট।
হাসি পায় দেখে
তাদের অচল ঠাট।
কোনো বাড়ীতে রাতদিন জুয়া খেলে।
কেউ বড় লোক হয় চোলাই মদের বলে।
বস্তিকে ঘৃণা কোরে,
যারা সরিয়ে রেখেছিলো দূরে।
সেই বস্তিই কুৎসিত রূপ ধরে
ঢুকলো তাদেরই অন্দরে।

(৩৫)

বড় লোক এক বেণের
বাজারের ম্যানেজার।
জাতে বামুণ হলেও কাঁচা পয়সা
দুহাতে করে রোজগার।
সস্তার পয়সা পেয়ে
থাকতো মদে চুর হয়ে
সে আমার বস্তির
এক তেতলা বাড়ী কিনলো।

গোড়ায় গলদ থাকায়
তার ছেলেরাও মাতাল হোলো।
ছেলেরাই বংশের মূলধন।
বামুন খোয়ালো মূলধন
ধন করতে উপার্জন।
লোকে ভাবে পয়সায় সুখ
তাই ভেবে,
নোংরা পথে কোরে রোজগার
পায় খালি অশেষ দুখ।
পয়সা এমনই জিনিস।
ভগবানে আর পয়সায়
নাকি উনিশ বিশ।

(৩৬)

পাপের ফল।
কায়েতের কল
উঠে গেলো।
বহুলোক বেকার হোলো
গরীব বেকার দোষ করলে কখন ?
এ যেন রামের দোষে
শ্যামের শাস্তি
এ কি বিচার প্রহসন ?
না। দুষ্টের অন্ন খেলে
কষ্ট হয় সাধু হলেও।

(৩৭)

বস্‌তিতে বেকার দেদার
চাঁইয়েরও অভাব নেই
কেবল মূলধনী দরকার একজন।
দীনের কান্নায়,
ভগবানের কৃপায়
এক বামুন পাড়ায় জুটলো
ছোট এক পেটো মহাজন।
সে খুললো এক ছোটো খাটো ছাপাখানা



যত বেকারকে নিলে টাইপ সাজাতে,
যাকে বলে কম্‌পোজিটার।
মেশিনম্যান যে প্রেস চালায়
ইন্‌কম্যান যে কালি মাখায়
একে একে তৈরী হোলো
ঐ বস্‌তির বেকার লোকই।

গরীব লোক খেটে খাবার সুযোগ চায়।
পরের কেড়ে খেতে ভয় পায়।
নেতারা নিজেদের স্বার্থের তরে
তাদের মন্দবুদ্ধি দিয়ে করে নষ্ট
আর নিরীহ আমজনতা পায় কষ্ট।

(৩৮)

বাঙালী, হাঁড়ির সুযোগ হোলে।
সাড়ী জোটাবার চেষ্টা চলে।
দেখা যায় দিন কতক পরে
ঘরে এক ঘরনী এসে
বসেন আলো করে।
ঘরনী এলে ঘর খালি থাকে না।
তারা যে গ্রাম্য আমোদ ছাড়া
আর কিছুই জানে না।
কবি' গুরুর কথায় বলি।
'পুত্র কন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা।'
স্বামী আর ঘরণী
সন্তান গোটা দুই।
বেশী হলে
অভাবের তাড়নায়
সুখের স্বপ্ন ভেঙে যায়।
ছোট ঘরে নাহি কুলায়।

এই জন্য দরকার
পরিবার পরিকল্পনা।
করেছেন দেশের সরকার
আমার বস্‌তিতেও
একটা হওয়া দরকার।

(৩৯)

এই বারে আমার
কথাটি শেষ করি।
বস্‌তির সেবা করতে হলে
চাই প্রাণের ভালবাসা।
তখন দুঃখীর মনে
ফুটবে আশা।
ভাববে তারাও মানুষ
তাদেরও আছে বাঁচার অধিকার
মানুষের মত।
তাদের রাখলে দূরে
সাবধান! সেই আপদই
ঢুকবে তোমার অন্দরে।